ষাটের দশকের বগুড়া জেলার কৃষিনির্ভর পশ্চাৎপদ সান্তাহার এলাকার ছাত্র/ছাত্রীদের উচ্চ শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে কিছু নিবেদিত প্রাণ পুরুষ ও কতিপয় সুহৃদ সমাজসেবি একটি কলেজ প্রতিষ্ঠার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। অনেক ত্যাগ, তিতিক্ষা ও শ্রমের বিনিময়ে ১৯৬৭ সালের মার্চ মাসে 'সান্তাহার ইন্টারমিডিয়েট কলেজ' নামে আত্মপ্রকাশ করে যা সমকালে শিক্ষা সংস্কৃতি বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভ‚মিকা পালন করে। ১৯৭২-১৯৭৩ শিক্ষাবর্ষ হতে ডিগ্রি পর্যায়ে বি.এ এবং বি.কম কোর্স চালু হয়। এ সময়ে কলেজ পরিচলনা পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুসারে 'সান্তাহার ইন্টারমিডিয়েট' কলেজটি 'সান্তাহার ডিগ্রি কলেজ' নাম ধারণ করে। সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে স্নাতক শিক্ষাদানের গৌরব মুকুট ধারণ করে কলেজটি উচ্চ শিক্ষার দ্বার উন্মোচনে আরও এক ধাপ এগিয়ে যায়। ১৯৭৪-১৯৮০ সালের মধ্যে শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিদের সহযোগিতা ও সরকারি অর্থায়নে দ্বিতল ভবন নির্মিত হয়। ১৯৮৪-১৯৮৫ শিক্ষাবর্ষে বি.এস.সি পাস কোর্স চালু হয়। ১৯৮৮ সালের ৩১ জানুয়ারি তৎকালীন রাষ্ট্রপতি হুসাইন মুহাম্মদ এরশাদ সান্তাহার ডিগ্রি কলেজ মাঠের বিশাল জনসভায় কলেজটি জাতীয় করণের ঘোষণা দেন। অত:পর ১৯৮৮ সালের ২১ মার্চ হতে 'সান্তাহার ডিগ্রি কলেজটি' 'সান্তাহার সরকারি কলেজ' নামে পরিচালিত হয়।

এই কলেজটি প্রতিষ্ঠার ভাবনায়, পরিচালনায়, উন্নয়ন পরিকল্পানায়, জাতীয়করণ প্রক্রিয়া ও মহান শিক্ষকতার পেশায় যাঁরা নিবেদিত ছিলেন তাঁরা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। বর্তমানে অভিজ্ঞ অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষের দক্ষ পরিচালনায় ও ব্যবস্থাপনায়, একদল মেধাবী ও পেশাগত জ্ঞান সমৃদ্ধ শিক্ষকদের সমন্বয়ে কলেজটি উত্তর বঙ্গের কতিপয় শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠের মধ্যে একটি হিসেবে স্বীকৃত। ভবিষ্যতেও কলেজটি সমাজ, দেশ ও জাতির শাশ্বত জ্ঞানের আলোকে উদভাসিত হবে এই প্রত্যাশা সকলের।